ইনকিলাব

তারিখ 21 JUL 2013 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

মঙ্গলবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা

প্রমোশনের নতুন নিয়ম ও সর্বনিম্ন গ্রেড বাতিল এবং ইমপ্রুভমেন্ট পদ্ধতি বহাল রাখার দাবি

সারাদেশে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রমোশনে নতুন নিয়ম ও সর্বনিম্ন গ্রেড বাতিল এবং ইমপ্রুভমেন্ট পদ্ধতি বহাল রাখার দাবিতে সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে। ঢাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাদের দাবি মেনে না নিলে শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করার ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল (শনিবার) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃজনশীল পদ্ধতির ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। এক বর্ষ থেকে অন্য বর্ষে প্রমোশনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম বাতিলের দাবিতে গতকাল বেলা ১১টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা শুরুতে যান চলাচল করতে দিলেও ১২টার দিকে সড়ক আটকে দিয়ে বিক্ষোভ করে। মিরেশ্বরাই ডিগ্রি কলেজের ছাত্র রবিউল ইসলাম বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়মের কারণে তাদের কলেজের ১১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন মাত্র কয়েকজন। গ্রেডিং পদ্ধতি করার ফলের এই বিপর্যয় হয়েছে বলে তারা দাবি করেন। তাদের দাবি, উত্তরপত্র মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রদত্ত নম্বর ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর থেকে চালু করতে হবে। আর উত্তরপত্র মূল্যায়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ কলেজের শিক্ষক দ্বারা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের এক পর্যায়ে প্রেসক্লাবের সামনে তারা সমাবেশ করেন। সমাবেশ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দাবি মেনে নেওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয়। অন্যথায় তারা মঙ্গলবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করার ঘোষণা দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আন্দোলন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক কবি নজরুল কলেজের ছাত্র সালাউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা কলেজের ছাত্র মিজানুর রহমান, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তানিয়া আলমসহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রমোশনে নির্ধারিত সর্বনিম্ন গ্রেড পয়েন্ট (প্রথম বর্ষে ১ দশমিক ৭৫/২য় বর্ষে ২ পয়েন্ট/ ৩য় বর্ষে ২ দশমিক ২৫) বাতিল করতে হবে। কলেজের বর্তমান শিক্ষা আয়োজনে অটোপ্রমোশন বাতিল করা যাবে না। এক বিষয়ে পাস করলে প্রমোশন দিয়ে স্পেশাল মানোন্নয়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করারও দাবি জানান তারা। সালাউদ্দীন আহমেদ বলেন, সারা দেশের সব কলেজে গড়ে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীর ফলাফল 'নট প্রমোটেড'। অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। এসব বিভাগের ছাত্রদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ছাত্র চলতি বছর ইয়ার লসের শিকার হচ্ছে। আয়োজন বাদ দিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির পরিণাম আজ আমরা হাড়েহাড়ে পাচ্ছি। এর থেকে প্রতিকারের জন্য আমরা রাস্তায় নেমেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। তিনি বলেন, প্রথম ব্যাচে অটোপ্রমোশন দিয়ে ফলাফল বিপর্যয় আড়াল করা হয়েছে। এবার কর্তৃপক্ষ অটোপ্রমোশন বাতিল করেছে। ফলে আমরা বুঝলাম সৃজনশীল পদ্ধতি একটি বিষবৃক্ষ। আমরা ছাত্রসমাজ আন্দোলনে নেমেছি। বছর বছর একই সংকট বয়ে বেড়ানো শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রমোশনে নির্ধারিত সর্বনিম্ন গ্রেড পয়েন্ট বাতিল করতে হবে। প্রশাসন ও সরকারের ব্যর্থতার ভার শিক্ষার্থীরা বহন করবে না। এসময় শাহবাগ থানার পরিদর্শক মো. শহীদ বলেন, ছাত্রদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে সড়ক থেকে সরালে ১টা থেকে যান চলাচল শুরু হয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছে, নতুন নিয়মের জন্য অনেক বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উঠতে পারেনি।

এদিকে বেলা পৌনে ১২টা থেকে একই দাবিতে মহাখালীর আমতলী মোড়ে সড়ক অবরোধ করে তিতুমীর সরকারি কলেজের একদল ছাত্র। প্রায় আধা ঘণ্টা অবরোধের পর তাদের তুলে দেয় পুলিশ। তিতুমীর কলেজের ছাত্র কামরুল হোসেন বলেন, আগে এক বিষয়ে ফেল করলেও পরবর্তী বর্ষে উঠে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেয়া যেত। এবার তা না করে তাদের ফেল করিয়ে দেয়া হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা নতুন নিয়ম বাতিল এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদত্যাগ দাবি করে স্লোগান দেয়। এই দাবি লেখা প্ল্যাকার্ডও দেখা যায় অনেকের কাছে। এছাড়াও একই দাবিতে রংপুরে কারমাইকেল কলেজ, সিলেটে এমএম কলেজ, ফেনিতে ফেনি সরকারি কলেজ, বরিশালে সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ, সরকারি বরিশাল কলেজ, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ ও সরকারি মহিলা কলেজ, সাভারে সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রামে সরকারি সিটি কলেজ, নোয়াখালিতে নোয়াখালি সরকারি কলেজ, বগুড়ায় আজিজুল হক কলেজের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ, মানববন্ধন ও বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে।